দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 28 JUL 2012
পৃষ্ঠা ...১... কলাম ...২...

সেশন জটের আবর্তে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

■ নিজামুল হক

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া যে কত বড় অভিশাপ, দুর্ভাগ্যের ব্যাপার তা এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। ২০০৪ সালে এইচএসসি পাস করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত একটি কলেজে ভর্তি হই, এখনও লেখাপড়া শেষ করতে পারিনি। বর্তমানে স্নাতকোত্তর পরীক্ষা চলছে। এইচএসসির পর বছরের পর বছর চলে যাচ্ছে। পরীক্ষা ঠিকমত হচ্ছে না। আমার এ অবস্থার জন্য পুরোপুরিভাবেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দায়ী।' জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থীর এমন উক্তিই বলে দেয় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অবস্থা কতটা শোচনীয়। এমন উক্তি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি শিক্ষার্থীর। তাদের চোখে-মুখে হতাশার ছাপ সুস্পষ্ট। একসময়ের সহপাঠীরা সরকারি বা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লেখাপড়া শেষ করে চাকরিও করছেন। আর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এখনো স্নাতক ডিগ্রিই শেষ করতে পারেননি। সেশন জটের কারণে বয়স পেরিয়ে যাচ্ছে। পাস করে বেরোনোর পর চাকরির বয়স আর খুব বেশি হাতে থাকে না।

সপ্তাহের বিশেষ প্রতিবেদন

পাঁচ বছরের কোর্স শেষ হতে লাগে ৯ বছর

রফিকুল আলম ২০০৪ সালে এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ন হন। ২০০৪-০৫ সেশনেই তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি কলেজে ভর্তি হন। বর্তমানে তিনি স্নাতকোত্তর পরীক্ষা দিচ্ছেন। তিনি জানালেন, পরীক্ষা শেষ হবে ২৯ জুলাই। ফল পাওয়া যাবে আগামী বছরের শুরুতে। এভাবে তার সময় কেটে যাচ্ছে প্রায় ৯ বছর। যেখানে এইচএসসি পাসের পর ৪ বছরে অনার্সসহ ৫ বছরে স্নাতকোত্তরে লেখাপড়া শেষ হওয়ার কথা সেখানে তার প্রায় ৯ বছর লেগে যাচ্ছে।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এই পরিস্থিতি নতুন নয়। দিন দিন পরিস্থিতি আরো খারাপ হচ্ছে। একদিকে দীর্ঘদিনের সেজনজট নিরসনে উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে, অন্যদিকে নানা কারণে আবারো পিছিয়ে পড়ছে উচ্চশিক্ষার জন্য ১৯৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত এ বিশ্ববিদ্যালয়টি।

এ বছর যারা এইচএসসি পরীক্ষা দিচ্ছেন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এ পরিস্থিতি তাদেরও দুশ্চিন্তায় ফেলে দিচ্ছে। তারা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত কলেজে ভর্তি হতে আগ্রহী নন। তবে বাধ্য হয়েই এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হবে তিন চতুর্থাংশ শিক্ষার্থীকে। উচ্চশিক্ষার সুযোগ বিস্তৃত করা এবং অল্প ব্যয়ে উচ্চশিক্ষিত মানবসম্পদ সৃষ্টি করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। কিন্তু সেই সুযোগ পরিণত হয়েছে অভিশাপে আর মানব সম্পদ সৃষ্টির স্বপ্ন অধরাই থেকে যাচ্ছে। দীর্ঘ সেশনজট, প্রশ্নপত্র ফাঁসের মত ঘটনা তো আছেই এর ওপর ভর্তি ও নিয়োগে দুর্নীতিসহ হেন অনিয়ম নেই যা এখানে হয় না।

শুরুতেই এক বছর পিছিয়ে : জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা পড়াশুনা শুরুই করেন এক বছর পিছিয়ে থেকে। দেশের সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ হবার পর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়। আর এ প্রক্রিয়া শেষ হয়ে ভর্তি ও ক্লাস শুরু হতেই সময় পেরিয়ে যায় এক বছর। যারা এ বছর এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন, তাদের ভর্তি পরীক্ষার বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। যদিও ইতিমধ্যে ঢাকা ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি প্রক্রিয়ার তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। ২০১১ সালে এইচএসসি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর ক্লাস শুরু হয়েছে গত এপ্রিলে। এছাড়া ২০১০ সালে যারা এইচএসসি পাস করে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিলেন, তাদের প্রথম বর্ষের পরীক্ষা শুরুর তারিখ এখনো ঠিক হয়নি।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, সরকারি সিদ্ধান্তের আলোকেই সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি প্রক্রিয়া শেষ হবার পর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্রিয়া শুরু হয়। শিক্ষার্থীদের ভর্তির বিষয়টি বিবেচনা করেই এ সিদ্ধান্ত।

জনবল সংকট : জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে জনবল সংকট প্রকট। সেশনজটের পেছনে জনবলের সংকটের বিষয়টি অনেকাংশে দায়ী। এ বছরের মার্চে হাইকোর্টের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ হাজার শিক্ষক-কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে চাকরিচ্যুত করা হয়। এ কারণে জনবল সংকটে ভুগছে প্রতিষ্ঠানটি। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা শাখা থেকে জানানো হয়, এর আগে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা শাখায় কর্মী সংখ্যা ছিল ৫০০। চাকরিচ্যুত হবার পর এই শাখায় এখন রয়েছেন ১৮০ জন। কম্পিউটার বিভাগেও জনবল সংকট। এ সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি জানিয়েছেন, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬৫ জন প্রোগ্রামার ছিলেন এখন আছেন মাত্র ৪ জন। যদিও হাইকোর্টের নির্দেশনার আলোকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশোধিত জনবল কাঠামোসহ আরো ৫শ পদ বাড়ানোর প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে। গত ১৪ জুলাই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত চতুর্দশ সিনেট অধিবেশনে এ অনুমোদন দেয়া হয়।

পৃষ্ঠা ২৩ কলাম ৬